৫.২ সেন্টাল কো-অরডিনেশন ইউনিট অব দ্যা প্রাইভেট সেক্টর ডেভেলপমেন্ট সাপোর্ট প্রজেক্ট (পিএসডিএসপি)

বাংলাদেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও কর্ম-সংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে দেশের গ্রোথ সেন্টারসমূহে (Special Economic Zones, Export Processing Zones ইত্যাদি) উন্নয়নে ২০১১ খ্রি: থেকে "Private Sector Development Support Project (PSDSP) বাস্তবায়িত হচ্ছে। PSDSP গুচ্ছ প্রকল্পের আওতায় ৪টি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন স্থানে Special Economic Zones/IT Parks/Hi-Tech Parks স্থাপন এবং এতে সংযোগ-সড়ক, রেল-যোগাযোগ স্থাপন, গ্যাস-বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানসহ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যবস্থা করে স্থাপিত শিল্প-কারখানার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সম্পর্ক যেমনঃ পশ্চাৎ-সংযোগ শিল্প স্থাপনের জন্য সহায়ক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

৫.২.১ **PSDSP প্রকল্পের উদ্দেশ্য নিম্নরূপঃ**

এ প্রকল্পের উন্নয়ন নির্দেশক (Project Development Objective-PDO Indicators) হ'ল:

(১) দেশের অর্থনীতির গ্রোথ সেন্টারসমূহের উদীয়মান শিল্প ও সেবাখাতে সরাসরি বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা ;
(২) শিল্প কল কারখানায় tenant বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা এবং
(৩) কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা ।

৫.২.২ **প্রকল্পের কার্যাদি নিম্নরূপঃ**

- আর্থিক, কারিগরি, আইনগত, সামাজিক ও পরিবেশগত ক্ষেত্রে সক্ষমতা বৃদ্ধি;
- আর্থিক, অর্থনৈতিক, আইনগত, সামাজিক ও পরিবেশগত মূল্যায়নসহ ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি পরিচালনা করা;
- ব্যক্তিখাতের অংশগ্রহণের লক্ষ্যে পরিবেশগত এবং সামাজিক অবকাঠামো এলাকা চিহ্নিতকরণ এবং অর্থ মূল্য অর্জন সংক্রান্ত বিষয়াবলি অন্তর্ভুক্ত করে মাস্টারপ্লান প্রস্তুতকরণ;
- কালিয়াকৈর হাই-টেক পার্কসহ বিভিন্ন অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠান গ্রহিতার (Recipient) সাথে কনসেসন বিষয়ক চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া এবং এতদসংক্রান্ত সকল আইনগত ও রেগুলেটরি বিষয়সমূহ প্রণয়ন, পরিপালন ইত্যাদি ।

মোট অর্থায়নের পরিমাণঃ বিশ্বব্যাংক ঋণঃ ৪২.৮০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ডিএফআইডি অনুদান: ১৭.৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার= ৬০.২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

ঋণ/অনুদান চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখঃ বিশ্বব্যাংক: ২২ মে ২০১১খ্রি: এবং ডিএফআইডি: ০৮ জুলাই ২০১১খ্রি:

Private Sector Development Support Project (PSDSP) একটি গুচ্ছ প্রকল্প। তিনটি প্রতিষ্ঠান প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন এবং প্রতিষ্ঠান তিনটির মধ্যে কার্যকর সমন্বয়ের জন্য অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে Central Coordination Unit (CCU) নামে একটি সমন্বয় ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত ইউনিট পরিচালনার জন্য "Central Coordination Unit of the Private Sector Development Support Project (PSDSP)" শীর্ষক একটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। অর্থাৎ CCU সহ ৫টি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে ।

৫.২.৩ সেন্ট্রাল কো-অর্ডিসেশন ইউনিট (সিসিইউ)

টিএ প্রকল্পের মোট অর্থায়নঃ মোট ৬৪৫.০০ লক্ষ টাকা (বিশ্বব্যাংক ঋণ ২২২.৮৯ লক্ষ টাকা এবং ডিএফআইডি অনুদান ৪২২.১২ লক্ষ টাকা। সম্পূর্ণ অর্থই প্রকল্প সাহায্য।)

প্রকল্পের অনুমোদন: ৩১ জানুয়ারি ২০১২ খ্রি:।
৩০ জুন ২০১৬ পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ৩.৫২ কোটি টাকা।

৫.২.৩.১ **সিসিইউ এর কার্যাবলিঃ**

প্রকল্পের কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে স্থাপিত সেন্ট্রাল কো-অর্ডিনেশন ইউনিট নিম্ন বর্ণিত কার্যাবলি সম্পাদন করছেঃ

ক. প্রকল্প উপদেষ্টা কমিটির (Project Advisory Committee) সচিবালয় হিসেবে দায়িত্ব পালন;
খ. আন্ত:বিভাগ এবং আন্ত:মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং এতৎসংক্রান্ত কার্যাবলিতে সহযোগিতা প্রদান;
গ. বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দাখিলকৃত বাৎসরিক কর্ম পরিকল্পনা পরীক্ষা,পর্যালোচনা এবং একীভূতকরণ;
ঘ. বিশ্বব্যাংকে অর্থ উত্তোলনের আবেদন প্রেরণ, নিরীক্ষাকার্যের সমন্বয়, অর্থ আহরণ ও ব্যবহার এবং উপ-প্রকল্পসমূহের কার্যক্রমের পরিবীক্ষণ এবং বিশ্বব্যাংকে প্রকল্পের কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিলের বিষয়ে একক ডেলিভারি মেকানিজম হিসেবে দায়িত্ব পালন;

ঙ. বহি:নিরীক্ষকদের কাজে সহযোগিতা করা এবং সঠিক সময়ে অডিট আপত্তির জবাব প্রদান;

চ. প্রকল্পের ক্রয়/সংগ্রহ ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার উপর উপদেশ প্রদানসহ এ সকল বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণের আয়োজন করা; এবং

ছ. প্রকল্পের সার্বিক কৌশল সম্পর্কে সংবাদ মাধ্যম, জাতীয় সংসদসহ অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের অবহিত করার লক্ষ্যে ব্রিফিং সহ প্রয়োজনমত সেমিনার, ওয়ার্কশপ আয়োজন করা ।

৫.২.৪ তিনটি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ও কার্যাবলি নিম্নে উপস্থাপন করা হলঃ

৫.২.৪.১ সাপোর্ট টু ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অব বাংলাদেশ ইকনোমিক জোনস অথরিটি (বেজা)

মোট অর্থায়ন ৭৩.২০ কোটি টাকা (৯.২৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

জিওবি: ১.২৭ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য: ৭১.৯৩ কোটি টাকা

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের উদ্যোগে গৃহীত এবং বাংলাদেশ ইকনোমিক জোনস অথরিটি (BEZA) কর্তৃক বাস্তবায়িত "সাপোর্ট টু ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অব বাংলাদেশ ইকনোমিক জোন অথরিটি" শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি বাংলাদেশ ইকনোমিক জোনস অথরিটিকে প্রয়োজনীয় আইন- কানুন এবং বিধি-বিধানের মাধ্যমে কার্যকর প্রতিষ্ঠানে উন্নীত করার প্রয়াসে গঠিত। ইতোমধ্যে 'ইকোনমিক জোনস্' তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামো তৈরী ও উন্নয়ন এবং দেশী-বিদেশী উদ্যোগক্তাদের জন্য শিল্প কারখানা স্থাপন ও পরিচালনায় আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে উপযুক্ত ব্যবসা-বান্ধব পরিবেশ তৈরী এবং শিল্পায়নের প্রসার ঘটানোর কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে। সর্বোপরি বাংলাদেশ ইকনোমিক জোনস অথরিটির সকল কার্যক্রম সুচারু রূপে সম্পাদনের জন্য পণ্য সংগ্রহ, আইটি বিষয়ক, অফিস ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত , এবং নেটওয়ার্কিংসহ সকল প্রয়োজনীয় বিষয়ে প্রকল্পের মাধ্যমে সহায়তা দেয়া হবে। ইতোমধ্যে প্রাইভেট ইকোনমিক জোন পলিসি প্রকাশিত হয়েছে এবং সংসদে বেজা এ্যাক্ট অনুমোদন হয়েছে। বিনিয়োগকারীগণের জন্য প্রণোদনা প্যাকেজ গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে। প্রকল্পটির মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে উদীয়মান ম্যানুফ্যাকচারিং এবং সার্ভিসেস সেক্টরে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ৩০ জুন ২০১৬ পর্যন্ত অর্থনৈতিক অঞ্চলে সরাসরি বেসরকারি বিনিয়োগ ৪৮৮.৩৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং সরাসরি বেসরকারি ভাড়াটিয়া কোম্পানীর বিনিয়োগ ১২৩.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ইতিমধ্যে অর্থনৈতিক অঞ্চলে ২০২০ জনের নতুন কর্মসংস্থান হয়েছে।
৩০ জুন ২০১৬ পর্যন্ত সাপোর্ট টু ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অব বেজাতে ব্যয় হয়েছে ৩৯.৩১ কোটি টাকা ।

৫.২.৪.২ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প -১ম পর্যায়

মোট অর্থায়ন (১ম পর্যায়) ৮১.৯৫ কোটি টাকা (১০.২৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) ।

জিওবিঃ ২.২৫ কোটি টাকা এবং পিএঃ ৭৯.৭০ কোটি টাকা। (১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী পি এ: ১১৯.৭৪ কোটি টাকা)

'মাল্টি সেক্টরাল ইকোনমিক জোনস্' **তৈরি এবং উন্নয়নের মাধ্যমে শিল্পায়নের দ্রুত প্রসার দ্বারা ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরির মধ্য দিয়ে এ দেশের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন করাই বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য । এ ছাড়া, যে সকল সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে তা নিম্নরূপt**

(১) দেশের সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন অঞ্চলে 'মাল্টি-প্রডাক্ট' শিল্প-কারখানার প্রসার ঘটানো;

(২) 'ইকনমিক জোনস্' তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামো তৈরি এবং উন্নয়ন করা ;

(৩) 'ইকনমিক জোনস্' তৈরির জন্য বরাদ্দ প্রাপ্ত জমিতে এবং ইতিমধ্যে 'ইকনমিক জোনস্' তৈরি হয়েছে এমন অঞ্চলে দেশী-বিদেশী উদ্যোক্তাদের জন্য প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামো তৈরি ও 'ইউটিলিটি' সরবরাহ করা;

(৪) বিদেশী উদ্যোক্তাদের এ সকল 'ইকনমিক জোনস্'-এ শিল্প কারখানা স্থাপন ও পরিচালনায় আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে উপযুক্ত ব্যবসা-বান্ধব পরিবেশ তৈরি করা ;

(৫) বাংলাদেশের মানুষের জন্য কর্মসংস্থান তৈরি করা; এবং

(৬) 'ভিশন-২০২১' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শিল্পায়নের প্রসার ঘটানো ।

এ প্রকল্পের মাধ্যমে ইতোমধ্যে তিনটি স্থানের (মৌলাভবাজার জেলার শেরপুর, চট্টগ্রাম জেলার মিরেরসরাই এবং বাগেরহাট জেলার মংলা) ইকনোমিক জোনস স্থাপনের জন্য কাজ চলছে। শুধুমাত্র মংলা ও মিরেরসরাই ইকোনমিক জোনে ৯টি উন্নয়ন কার্যক্রম এগিয়ে চলেছে এবং এগুলির চুক্তি মূল্য ১০৪.১০ কোটি টাকা (১৩.০১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার)। তাছাড়া ৮টি ইকোনমিক জোনস উন্নয়নের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। ১০টি প্রাক-যোগ্যতা সম্পন্ন লাইসেন্স প্রাইভেট ডেভলপারকে প্রদান করা হয়েছে এবং মংলার জন্য পিপিপি ভিত্তিতে ডেভেলপার নির্বাচন করা হয়েছে। ২১টি অর্থনৈতিক অঞ্চলের প্রাথমিক সাইট এসেসমেন্ট রিপোর্ট চূড়ান্ত হয়েছে ও ৭টি অঞ্চলে প্রি- ফিজিবিলিটি ও সমীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে । ৩০ জুন ২০১৬ পর্যন্ত বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প পর্যায়-১ ব্যয় হয়েছে ১৫.৪০ কোটি টাকা ।

৫.২.৪.৩ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অব বাংলাদেশ এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোনস অথরিটি প্রকল্প

মোট অর্থায়ন ৭৫.৩৯ কোটি টাকা ।

জিওবিঃ ০.০০ এবং পিএঃ ৭৫.৩৯ কোটি টাকা ।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের উদ্যোগে গৃহীত এবং বাংলাদেশ এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোনস অথরিটি (BEPZA) কর্তৃক বাস্তবায়িত "ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অব বাংলাদেশ এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোনস অথরিটি শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি বিশ্বব্যাংক ও ডিএফআইডির আর্থিক সহায়তায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পটিতে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ, স্টাডি ট্যুর ও বিনিয়োগ উন্নয়ন বিষয়ক ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

পরিবেশ ব্যবস্থাপনার আওতায় Social and Environment Specialist and Counselors নিয়োগ এবং সামাজিক ও পরিবেশ অডিট অন্তর্ভুক্ত আছে। দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ বান্ধব নীতি ও প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান ও বেপজাকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সুদক্ষ করার লক্ষ্যে এ প্রকল্পটি কাজ করছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ইতোমধ্যে Green Inatiatives এর অংশ হিসেবে চট্রগ্রাম EPZ-এ Solar Street Light সরবরাহ ও স্থাপন করা হয়েছে। ২২টি উদ্যোগী প্রতিষ্ঠানের সাথে ISO ১৪০০১ সার্টিফিকেট প্রদানের চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে এবং ইতোমধ্যে ২০টি ফার্ম সার্টিফিকেট গহণ করেছে। EPZ গুলোতে CCTV, LAN,WAN সংযোগ করা হয়েছে এবং Environmental Lab **স্থাপন করা হয়েছে। প্রকল্পটিতে ৩০ জুন ২০১৬ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৪৬.২২ কোটি টাকা ।**

৫.২.৪.৪ সাপোর্ট টু ডেভেলপমেন্ট অব কালিয়াকৈর হাইটেক পার্ক **অথরিটি প্রকল্প**

মোট অর্থায়ন : ২৩৬.৯৯ কোটি টাকা।
জিওবি : ১১.৭৫ কোটি টাকা।
প্রকল্প সাহায্য: ২২৫.২৪ কোটি টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

- আইসিটি সংক্রান্ত আধুনিক হাইটেক শিল্প স্থাপনের জন্য বিশ্বমানের হাইটেক পার্ক তৈরি;
- হাইটেক পার্কের অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মানের ডেভেলপার নিয়োগ;
- পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ বিষয়ে প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল তৈরি; এবং
- হাইটেক পার্ক সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানসমূহের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ।

২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য হাইটেক পার্ক স্থাপন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কর্তৃক জানুয়ারি ২০০৬ থেকে মার্চ ২০১০ মেয়াদে মোট ২৬.৮৬ কোটি টাকায় বেসিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফর হাইটেক পার্ক, কালিয়াকৈর, গাজীপুর শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে হাইটেক পার্ক প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়। দেশে আইসিটি, ইলেক্ট্রনিক্স টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং এবং অন্যান্য শিল্প উন্নয়ন এবং বিকাশের জন্য উল্লিখিত প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে হাইটেক পার্কে প্রশাসনিক ভবন, সীমানা প্রাচীর, আন্তর্জাতিক মানের গেইটওয়ে, অভ্যন্তরীণ রাস্তা, বৈদ্যুতিক সাবস্টেশন, পাম্প হাউস ও গভীর নলকূপ, গ্যাস লাইন, ইন্টারনেট কানেকটিভিটি, টেলিফোন সাব এক্সচেঞ্জ এবং আনসার সেড প্রভৃতির নির্মাণ কাজ করা হয়েছে। বিনিয়োগকারী এবং ডেভেলপারদের জন্য আর্থিক প্রণোদনার গেজেট প্রকাশিত হয়েছে। ১২,১৪৪ জন ইতোমধ্যে শিল্প সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট প্রশিক্ষণ পেয়েছেন এবং ৩৮৬৭ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে যার মধ্যে ২৬% মহিলা কর্মজীবি। ২৪টি কোম্পানীকে ISO ৯০০১ সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ইতোমধ্যে কালিয়াকৈর হাইটেক পার্ক স্থাপনের জন্য ৩টি ব্লকে ডেভলপার নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। যশোরে একটি মাল্টি টেন্যান্ট বিল্ডিং স্থাপন করা হয়েছে। সিলেট এর হাইটেক পার্ক স্থাপনের কাজ পুরোদমে এগিয়ে চলছে। তাছাড়া চট্টগ্রাম, রাজশাহী এবং খুলনাতে হাইটেক পার্ক স্থাপনের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। ৩০ জুন ২০১৬ পর্যন্ত প্রকল্পটিতে ব্যয় হয়েছে ১৬৬.৪০ কোটি টাকা ।

PSDSP প্রকল্প ২০১৬ সালের ৩০শে জুন শেষ হওয়ার তারিখ নির্ধারিত ছিল কিন্তু উক্ত প্রকল্পের গুরুত্ব এবং অর্থনীতিতে এর প্রভাব বিবেচনায় উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা বিশ্ব ব্যাংক প্রকল্পটিতে অতিরিক্ত ১৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এর অতিরিক্ত আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে এবং প্রকল্পের মেয়াদ ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে।